দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 27 SEP 2006
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

ঢাবিতে ৭ ছাত্র সংগঠনের মিছিলে বোমা বিস্ফোরণ ॥ আহত ১০

॥ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগসহ সাত সংগঠনের মিছিলে গতকাল সোমবার বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। এতে ছাত্রলীগের ১০ নেতা-কর্মী আহত হয়েছে। পুলিশের ধারণা, হাতবোমা বা পটকা বিস্ফোরিত হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে সামান্য স্কচটেপ ছাড়া তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। ছাত্রলীগ এ ঘটনার জন্য ছাত্রদল ও শিবিরকে দায়ি করেছে। অন্যদিকে ছাত্রদল দায়ী করেছে ছাত্রলীগকে। তারা ছাত্রলীগকে ক্যাম্পাসে প্রতিরোধ করার ঘোষণা দিয়েছে।

জানা গেছে, সাত সংগঠনের পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী থানা নির্বাচন কর্মকর্তা পদে ছাত্রদল ও শিবিরের নেতাকর্মীদের নিয়োগ বাতিলের দাবিতে (১৫শ পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাবিতে ৭ (প্রথম পৃঃ পর)

দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে মধুর ক্যান্টিন থেকে মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি শুরু হয়ে কলাভবনের পিছনের দিকে কিছুদূর অগ্রসর হলে মিছিলের মধ্যে পর পর দুটি বিস্ফোরণের শব্দ হয়। ছাত্রলীগ নেতা বলরাম পোদ্দার, জাকির হোসেন মারুফ ও ছাত্র মৈত্রির মোস্তাক আহমেদ ছিলেন মিছিলের পিছনের দিকে। তাদের সামনেই দুটি বোমা বিস্ফোরিত হয় বলে তারা জানান।

বোমার বিকট শব্দে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। তারা দিক-বিদিক ছোটাছুটি করে। ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের একটি অংশ কলাভবনের পিছন থেকে এবং একটি গ্রুপ ডাকসু ভবনের সামনে দিয়ে ক্যাম্পাস ত্যাগ করে। পরে লেকচার থিয়েটারের সামনে থেকে ছাত্রলীগ নেতা টিপু ও আজিমের নেতৃত্বে ১০/১২ জনের একটি মিছিল শুরু হয়। পরে এ মিছিলে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দসহ নেতাকর্মীরা যোগ দেন। মিছিল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার হয়ে টিএসসির ভাসের সামনে এসে শেষ হয়। বোমা বিস্ফোরণে ছাত্রলীগের আহত নেতাকর্মীরা হলো আল মাসুদুল সাজু (ঢাকা কলেজ), মানিক (ঢাকা কলেজ), ফয়সাল (ঢাবি), ওমর ফারুক আহমেদ (ঢাবি), বকুল (ঢাবি), কবির ও মাহফুজুর রহমান রোটন। এদের মধ্যে সাজু, ফারুক, মানিক ও ফয়সালকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এ ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্রদল ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। ডাকসু ভবনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, একের পর এক বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে ছাত্রলীগ সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে। ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে তাদের মিছিলে বোমা হামলা হয়েছে। নেতৃবৃন্দ ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগকে প্রতিহত করার ঘোষণা দেন। বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি হাসান মামুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, জয়ন্ত কুমার কুন্ডু, মোস্তফা খান সফরী, দুলাল হোসেন, সাইফুল ইসলাম ফিরোজ প্রমুখ নেতা বক্তব্য রাখেন। বিকালে সাত সংগঠন ঢাবি সাংবাদিক সমিতির কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ছাত্রদল পরিকল্পিতভাবে এ বোমা হামলা করেছে। থানা নির্বাচন কর্মকর্তা পদে ছাত্রদল-শিবির নেতাদের নিয়োগ এবং অভ্যন্তরীণ কোন্দলকে অন্য খাতে প্রবাহিত করার জন্য তারা বোমাবাজি করেছে। নেতৃবৃন্দ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বোমা হামলাকারীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবি জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে আল্টিমেটাম দিয়েছে। এ ঘটনার প্রতিবাদে সাত সংগঠন আজ মঙ্গলবার সারাদেশে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করবে। সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ছাত্রলীগ সভাপতি লিয়াকত শিকদার, সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবু, জাসদ ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন ও মোস্তাক আহমেদ। এ সময় ছাত্রলীগ সহসভাপতি রফিকুল ইসলাম কোতোয়াল, বলরাম পোদ্দার, এবিদুর রহমান টিপু, অসিত বরন বিশ্বাস, সাইফুজ্জামান শিখর, জাকির হোসেন মারুফ, খলিলুর রহমান, আব্দুল আলিম প্রমুখ নেতা উপস্থিত ছিলেন।